কলার

তারিখ 26 JUL 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পাসের হার ৭৩ দশমিক ৯৬ : জিপিএ-৫ ৪২৫

সিলেট বোর্ডে অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ

আবদুল মুকিত

এসএসসির পরীক্ষার মতো দেশ সেরা হতে না পারলেও এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় ফলাফলে অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে সিলেট শিক্ষা বোর্ড। এবারের পাসের হার শতকরা ৭৩ দশমিক ৯৬। এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪২৫ জন। যা বোর্ডের সর্বোচ্চ রেকর্ড। ২০০৮ সালে পাসের হার ছিল ৬৫ দশমিক ৯৮ এবং জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৩১৪ জন। গতবারের তুলনায় এবার পাসের হার ৫ দশমিক ১৯ ভাগ এবং ১১১টি জিপিএ-৫ বেশি। এবার বোর্ডে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১৯ হাজার ৬০৭ জন। এর মধ্যে অংশগ্রহণ করে ১৯ হাজার ৩৬৬ জন। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ১৩ হাজার ৭৮২ জন। উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্র ৭ হাজার ১১৫ জন এবং ছাত্রী ৬ হাজার ৬৬৭ জন। গতকাল পৃঃ ১২ কঃ ২

সিলেট বোর্ডে অতীতের

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

(শনিবার) বেলা ১টায় সিলেট শিক্ষা বোর্ড ভবনে এ ফলাফল ঘোষণা করেন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোঃ মনির উদ্দিন। প্রকাশিত এ ফলাফলে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবক এবং শিক্ষকদের আন্তরিকতার ফসলই হচ্ছে অর্জিতের ফলাফল। লেখাপড়ার প্রতি শিক্ষার্থীরা আগের চেয়ে আরও বেশী মনোযোগী হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। সিলেট শিক্ষা বোর্ডে টানা তৃতীয়বারের মতো সর্বোচ্চ ভাল করেছে ব্যবসা শিক্ষা বিভাগের শিক্ষার্থীরা। তাদের পাসের হার শতকরা ৮৩ দশমিক ০৮ ভাগ। যা গত বছরের চেয়ে ৬ দশমিক ৬৫ ভাগ ৫ বেশি। গত বছর এ বিভাগে বোর্ডের পাসের হার ছিল ৭৬ দশমিক ৪৩ ভাগ। বিজ্ঞান বিভাগে এবার পাসের হার ৭৬ দশমিক ৯৩ ভাগ। যা গতবারের চেয়ে ১৩ দশমিক ১৪ ভাগ বেশি। গত বছর এই বিভাগে পাসের হার ছিল ৬৩ দশমিক ৭৯ ভাগ। মানবিক বিভাগে এবার পাসের হার ৬৬ দশমিক ৫৫ ভাগ। যা গত বছরের চেয়ে২ দশমিক ১৯ ভাগ বেশি। গত বছর এই বিভাগে পাসের হার ছিল ৬৪ দশমিক ৩৬ ভাগ।

সিলেট শিক্ষা বোর্ডে বিজ্ঞান বিভাগে ৩ হাজার ৯৩৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ২ হাজার ৯৯৭ জন। এর মধ্যে ছেলে ১ হাজার ৮২২ এবং মেয়ে ১ হাজার ১৭৫ জন। মানবিক বিভাগে ১২ হাজার ৬৮৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ৮ হাজার ৩২৫ জন। এর মধ্যে ছেলে ৩ হাজার ৪৩৫ এবং মেয়ে ৪ হাজার ৮৯০ জন। ব্যবসা শিক্ষা বিভাগে ২ হাজার ৯৮৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ২ হাজার ৪৬০ জন। এর মধ্যে ছেলে ১ হাজার ৮৫৮ এবং মেয়ে ৬০২ জন।

গত ২০০১ সালে প্রথমবারের মত সিলেট শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসির ফলাফল প্রকাশিত হয়। সে বছর মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১৭ হাজার ১৮০ জন ও পাসের হার ছিল ৩০ দশমিক ৬৩। ২০০২ সালে পরীক্ষার্থী ছিল ১৭ হাজার ৪৪৪ জন ও পাসের হার ছিল ২৮ দশমিক ৬৯। ২০০৩ সালে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১৯ হাজার ২৮৬ জন ও পাসের হার ছিল ৩৩ দশমিক ৩৮। ২০০৪ সালে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১৯ হাজার ৮শ' ১৮ জন। এর মধ্যে পাস করেছিল ৮ হাজার ৯শ' ৭৮ জন। পাসের হার ছিল শতকরা ৪৬ দশমিক ৬৯ ভাগ। গত বছর ২০০৫ সালে বোর্ডের মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১৭ হাজার ৪শ' ২৩ জন। পাস করেছিল ৭ হাজার ৫শ' ৯৪ জন। পাসের হার ছিল শতকরা ৪৪ দশমিক ৪০ ভাগ। ২০০৬ সালে বোর্ডের পরীক্ষার্থী ছিল ১৮ হাজার ৯১৮ জন। পাস করেছিল ১২ হাজার ২১৮ জন। পাসের হার ছিল ৬৫ দশমিক ৪৫। গত বছর ১৭ হাজার ২০৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছিল ১১ হাজার ১৯৮ জন। পাসের হার ছিল শতকরা ৬৫ দশমিক ৯৮।

পাসের হারে সেরা দশ

পাসের হারের দিক দিয়ে সবাইকে পেছনে ফেলে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে সিলেট কমার্স কলেজ। এই কলেজের ৫৬৩জন পরীক্ষার্থীর সবাই উত্তীর্ণ হয়েছে। দ্বিতীয় শতভাগ সাফল্য ধরে তুলেছে সিলেট ক্যাডেট। এদিক থেকে তৃতীয় হয়েছে জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ। এ কলেজের ২শ' ৬৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ২শ' ৬৪ জন (পাসের হার ৯৯ দশমিক ৬ ভাগ)। এছাড়া পাসের হারের দিক থেকে শাহ নিমাত্রা সাগরনাল ফুলতলা কলেজ চতুর্থ (৯৭ দশমিক ৫০ ভাগ), পঞ্চম কমার্স হোম (৯৬ দশমিক ৫২ ভাগ), ষষ্ঠ সিলেট মডেল স্কুল এন্ড কলেজ (৯৬ দশমিক ২৩ ভাগ), সপ্তম ইছামতি কলেজ (৯৭ ভাগ), অষ্টম বাদশাহগঞ্জ কলেজ (৯৫ দশমিক ৪০ ভাগ), নবম সিলেট সরকারী কলেজ (৯৫ দশমিক ৬ ভাগ) এবং শতকরা ৯৪ দশমিক ৯৬ ভাগ সাফল্য নিয়ে দশম স্থানে রয়েছে জালালাবাদ কলেজ।

জিপিএ-৫ পাওয়া সেরা দশ

জিপিএ-৫ পাওয়ার দিক থেকে সিলেট শিক্ষা বোর্ডে প্রথম স্থান দখল করেছেন সিলেট এমসি কলেজ। এ কলেজে জিপিএ-৫ পেয়ে ১শ' ৪৫ পরীক্ষার্থী। এদিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজে। এই কলেজে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬৩ জন। ৬১টি জিপিএ-৫ পেয়ে তৃতীয় হয়েছে সিলেট সরকারি মহিলা কলেজ। এছাড়া চতুর্থ সিলেট ক্যাডেট কলেজ (৩৬), পঞ্চম মৌলভীবাজার সরকারী কলেজ (২৩), ষষ্ঠ সুনামগঞ্জ সরকারী কলেজ (১৪), সপ্তম সিলেট কমার্স কলেজ (১২), অষ্টম মদনমোহন কলেজ (১১), নবম বৃন্দাবন সরকারী কলেজ (১০) ও ৬টি জিপিএ-৫ পেয়ে দশম স্থানে রয়েছে দি বার্ডস রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ।